কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 NOV 2015 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

দুর্গম এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা

ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য

ব্র্যাকের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দুর্গম এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। সরকারি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২০.৯ শতাংশ। যদিও বেসরকারি হিসাবে এই হার আরেকটু বেশি। তবে ঝরে পড়াদের মধ্যে ৮৪ শতাংশের পরিবারেরই শিক্ষার ব্যয় বহনে অক্ষম। এ ছাড়া অজ্ঞতা, পরিবারের উপার্জনে সাহায্য করা, পড়তে আগ্রহী না হওয়া, কাজ করতে বাধ্য হওয়াসহ বেশ কিছু কারণে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুরা ঝরে পড়ে। আর সবচেয়ে বেশি ঝরে পড়ে দ্বিতীয় ও পঞ্চম শ্রেণিতে। বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ব্র্যাকের গবেষণায় উঠে এসেছে এসব তথ্য।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত 'দুর্গম এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায়' শীর্ষক সেমিনারে ব্র্যাকের গবেষণার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ তথ্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানউল্লাহ। সিলেটের গোয়াইনঘাট ও সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার দুই হাজার ৯০টি পরিবারের ওপর জরিপ করে এ গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। ব্র্যাকের অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেইঞ্জ বিভাগ সেমিনারের আয়োজন করে।

গবেষণায় বলা হয়, তিন সদস্যের পরিবারের শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৪.৯ শতাংশ, চার থেকে পাঁচ সদস্যের পরিবারের শিশুদের ঝরে পড়ার হার ২৩.৪ শতাংশ এবং ছয় থেকে সাত সদস্যের পরিবারের শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৪০.১ শতাংশ। ঝরে পড়া ছেলে শিশুদের ৬৭.৩ শতাংশ দিনমজুর, ১৬ শতাংশ কৃষিকাজ, ৪.৭ শতাংশ মাছ ধরা, ৪ শতাংশ মুদি দোকান এবং ১১.৪ শতাংশ অন্যান্য কাজ করে। এ ছাড়া হাওর এলাকায় প্রতিবন্ধী শিশুদের বেশির ভাগই স্কুলে ভর্তিই হয় না।

গবেষণার সুপারিশে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস ও ভর্তির হার বাড়লেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন করতে হলে এর গুণগত মান ও বাজেট বাড়ানোর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দুর্গম এলাকায় স্কুলের শিশুদের দুপুরের খাবার, যাতায়াতের ব্যবস্থাসহ নানা উদ্যোগ নিতে হবে।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'এমডিজির অনেক লক্ষ্যই আমরা অর্জন করতে পেরেছি। এখন আমাদের লক্ষ্য এসডিজি। এ জন্য আমরা শতভাগ শিশুকে উপবৃত্তির আওতায় এনেছি। আগামী তিন মাসের মধ্যে এক কোটি ৩০ লাখ শিশুকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হবে। এ ছাড়া এনরোলমেন্টেও কিছু ফাঁকফোকর আছে সেগুলোও চিহ্নিত করার কাজ আমরা করছি।'

সেমিনারে আরো বক্তব্য দেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেইঞ্জের পরিচালক কে এ এম মোরশেদ, স্ট্র্যাটেজি, কমিউনিকেশন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট বিষয়ক ঊর্ধ্বতন পরিচালক আসিফ সালেহ প্রমুখ।